



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 548 - 553

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

কালিদাসের সাহিত্যে প্রতিফলিত যোগতত্ত্ব

ড. সুকন্যা সরকার

সহকারী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ

কান্দী রাজ কলেজ

Email ID : sukanyasarkar27@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

yoga,
yogasutra,
kalidas,
kalidasa's epic,
kalidasa's drama,
kalidasa's lyrical poem,
reflection of yoga.

Abstract

Yoga Darsana literally translate to the philosophy of yoga. Yoga has known as the form of bodily, mental and spiritual practices in which a practitioner in a self-disciplined manner continues to practice enhance ongoing towards fast bodily than mentally finally leading to spiritual progress. The text of Yoga Darsana does not deal with elaborate postures and techniques well known to all who have come across the term of yoga practice. Patanjali is being claimed as the introducer of yoga but it is not ultimately correct. Yoga was previously excited even before Patanjali he only showed the chain of Yoga and wrote down main theories in his book by compiling the essence of yoga. The famous aphorism by Patanjali echoes throughout the fundamental approach and meaning of Yoga - Yoga cittavrttinirodah. Elements of yoga are abounded in Sanskrit literatures. Kalidasa the poet is reflected in his works external poetic craftsmanship. Kalidasa is empathic, pragmatic and practical and vibrant and his literature has a touch of the ambrosia being nothing short kathamrta. He said kalidasa was well versed in the intricate practices of yoga as it is described in his writing how mother goddess Parvati resorted to rigorous practice of penance and asceticism in order to win lord shiva as her life partner. Lord shiva himself is greatest yogi. It has been depicted in kalidasa's literature is a how kings of the Raghu dynasty used shed their bodies in yoga. Thus mention about kalidasa's creativity where implemented yoga in practical sense. The research work tries to show the relevance of yoga on kalidasa's literature.

Discussion

সর্বসাধনার মূল এবং সর্বোৎকৃষ্ট সাধনা যোগ। এখন আলোচ্য বিষয় যোগ কি? মানুষ যখন সর্বচিন্তা পরিত্যাগ করে মনের যে লয়াবস্থায় উপনীত হয় তাই যোগ –

“সর্বচিন্তা পরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে।”^১

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যও বলেছেন –

“সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনঃ।”^২

অর্থাৎ জীবাশ্ম ও পরমাশ্মার সংযোগই যোগ। সাধারণভাবে মনের বৃত্তিগুলিকে বন্ধ বা নিরোধ করার নাম যোগ -

“যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।”^৩

চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলাই কেউ আপত্তি উত্থাপন করে বলতে পারেন √যুজ্ ধাতুর প্রয়োগ কেবল সংযোগ অর্থেই হয় না সমাধি অর্থেও হয়। √যুজ্ ধাতু নিষ্পন্ন এবং ইংরাজী Yoke থেকে আগত যোগ শব্দের অর্থ হল যুক্ত করা বা মিলিত হওয়া। যোগ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল সমাধি ‘যোগঃ সমাধিঃ’ আর সমাধির অবস্থা লাভই যোগের পরম লক্ষ্য। পানিনি বলেছেন, “যুজ্ সমাধৌ,”^৪ পূজনীয় ব্যাসদেবও বলেছেন, -

“যোগঃ সমাধিঃ স চ সার্বভৌমশ্চিত্তস্য ধর্মঃ।”^৫

অর্থাৎ যোগ হল সমাধি, তা চিত্তগত সর্বকম ভূমির ধর্ম। কিন্তু কেবলমাত্র ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই সব শব্দের ব্যবহার হয় না গো শব্দ গমনশীল বস্তু মাত্রকে না বুঝিয়ে কেবল গুরুকে বোঝায় সেরূপ যোগ শব্দে চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই বোঝানো পতঞ্জলির অভিপ্রায়।

এই চিত্তবৃত্তি লাভের জন্য অষ্টবিধ সাধন বা উপায়ের কথা বলা হয়েছে। এদেরকে ‘যোগাঙ্গ’ বলা হয় -

“যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োহষ্টাঙ্গানি।”^৬

প্রাচীন ভারতীয় কাব্যাকাশের অতি উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হলেন কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস। ‘কালিদাস’ শব্দটি কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের দ্যোতক নয় এক সুবর্ণযুগের সূচক। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-আদিকবি বাল্মীকির পরে যাদের নাম তুল্যশ্রদ্ধায় সমাদৃত তাদের মধ্যে অন্যতম কালিদাস। অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের ক্ষেত্রে যেমন, কালিদাসের ক্ষেত্রেও তেমনই ব্যক্তিগত জীবন ইতিহাস রহস্যবৃত। অতীতের কোন্ শুভলগ্নে ভারতবর্ষের কোন্ অঞ্চলে এই মহাকবি আবির্ভূত হয়েছিলেন সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বাগবিতন্ডার এই একবিংশ শতাব্দীতেও অবসান হয়নি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

‘হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।

পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।।’

মহাকবি কালিদাসের অবদান সংস্কৃত সাহিত্যে অতুলনীয়। তিনি একাধারে দৃশ্যকাব্যরূপে ‘মালবিকাগ্নিমিত্রম্’, ‘বিক্রমোবশীষম্’, ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’, আবার গীতিকাব্যরূপে ‘ঋতুসংহার’, ‘মেঘদূতম্’ এবং মহাকাব্যরূপে ‘রঘুবংশম্’ ও ‘কুমারসম্ভবম্’ সহৃদয় পাঠকসমাজকে উপহার দিয়েছেন। ভাষার লালিত্যে, বর্ণনার বৈচিত্র্যতায়, ভাবের ব্যঞ্জনায়, ছন্দের মাধুর্যে মহাকবি কালিদাস অদ্বিতীয়। তিনি দর্শনশাস্ত্রের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। যোগদর্শনে কবি আকৃষ্ট ছিলেন বলেই মনে হয়। রাজাদের সাধারণ বর্ণনায় বলেছেন - “যোগেনান্তে তনুতজাম্”^৭ পৃথক ভাবে অন্যান্য রাজাদেরও জীবনের শেষ পর্ব তিনি যোগীরূপেই দেখেছেন।

মহাকবি কালিদাসের অনবদ্য সাহিত্য কীর্তির মধ্যে অন্যতম একটি হল ‘রঘুবংশম্’ মহাকাব্য। সূর্যবংশের নৃপতিগণের চরিত্রবর্ণনাই একাব্যের উপজীব্য। রামায়ণাশ্রিত কাহিনীর মধ্যে ঊনবিংশতি সর্গে গ্রথিত ‘রঘুবংশম্’ অনন্য। এই মহাকাব্যে ক্ষেত্রবিশেষে ধ্যানযোগের দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়।

এই মহাকাব্যের ‘বশিষ্ঠাশ্রমভিগমন’ শীর্ষক প্রথমসর্গে দেখতে পাওয়া যায় ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দিলীপ পত্নী সুদক্ষিণাকে নিয়ে বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করেছেন এবং ঋষি বশিষ্ঠের কাছে তাঁর সন্তানহীনতার দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ঋষি বশিষ্ঠ তখন ক্ষণকালের জন্য ধ্যানস্তিমিতনয়নে হৃদের মতো স্তব্ধ হয়ে রইলেন যে হৃদের মাছেরা সব ঘুমন্ত -

“ইতি বিজ্ঞাপিতো রাজ্ঞা ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ।

ক্ষণমাত্রমৃষিহন্তৌ সুপ্তমীন ইব হৃদঃ।”^৮

ধ্যান অবলম্বন করেই ঋষি রাজার অপূত্রকতার কারণ জানতে পারেন এবং রাজাকে অবহিত করেন।

রঘুবংশের ষষ্ঠসর্গ ‘স্বয়ংবরবর্ণনা’ তে একস্থলে বলা হয়েছে এক যোগী রাজা ছিলেন, তাঁর নাম কার্তবীৰ্য-

“সংগ্রামনির্বিষ্টসহস্রবাহুঃপাদদ্বীপনিখাতযুগঃ।

অনন্যসাধারণরাজশব্দো বভূব যোগী কিল কার্তবীৰ্যঃ।।”^৯

যুদ্ধের সময়ে তাঁর একহাজার বাহু দেখা দিত, আঠারোটি দ্বীপে তিনি যজ্ঞের যূপকাষ্ঠ স্থাপন করেছিলেন, তাঁর রাজা নামটি সত্যিই অসাধারণ ছিল।

দিলীপবংশীয় রাজারা সাধারণত পরিণত বয়সে গুণবান পুত্রের হাতে সম্পদ ন্যস্ত করে সংযমের সঙ্গে সন্ন্যাসীর পথ অবলম্বন করতেন। ‘অজবিলাপ’ শীর্ষক অষ্টম সর্গে দেখা যায় অক্ষয় মুক্তিঞ্জানের জন্য রঘু তত্ত্বদর্শী যোগিগণের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং রঘুপুত্র অজ অলঙ্কার লাভের উদ্দেশ্যে মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে মন্ত্রণায় বসলেন। তরুণ রাজা প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিচারাসন গ্রহণ করলেন এবং প্রবীণ রাজা নির্জনে পবিত্র কুশাসনটি টেনে নিয়ে ধ্যানে বসলেন। রঘু যোগাভ্যাস করে শরীরস্থ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করলেন। এভাবে নবীন রাজা অজ কার্যসদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত কর্মানুষ্ঠানে বিরত হলেন না, অপরদিকে প্রবীণ রাজা রঘু পরমাত্মার সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত যোগাসন পরিত্যাগ করলেন না। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সে আগ্রহী হয়ে তাঁরা দুই জনেই অভীষ্ট লাভ করলেন। সর্বভূতে সমদর্শী রঘু যোগসমাধিতে মোহ অন্ধকারের অতীত অবিনাশী পরমাত্মায় লীন হয়ে গেলেন –

“অথ কশ্চিদজব্যপেক্ষয়া গময়িত্বা সমদর্শনঃ সমাঃ।

তমসঃ পরমাপদব্যয়ং পুরুষং যোগসমাধিনা রঘুঃ।।”^{১০}

যোগাবলম্বন করেই রঘু মুক্তিলাভ করেছিলেন।

‘রামাবতার’ শীর্ষক দশম সর্গে যোগনিদ্রার কথা জানতে পারা যায়। রৌদ্রে পরিশ্রান্ত পথিকেরা যেমন বৃক্ষতলে আশ্রয় নেয় তেমনি রাবণের অত্যাচারে ক্লিষ্ট হয়ে দেবতারা শ্রীহরির শরণাপন্ন হয়। শ্রীহরিও যোগনিদ্রা থেকে জেগে ওঠেন। যোগনিদ্রা শেষে পবিত্র দৃষ্টিতে তিনি অনুগৃহীত করেছেন ভৃগু প্রভৃতি ঋষিকে – তাঁরা এসেছেন তাঁর যোগশয়নের কুশল জানতে –

“যোগনিদ্রান্তবিশারদৈঃ পাবনৈরবলোকনৈঃ।

ভৃগ্বাদীনুগৃহুস্তং সৌখ্যশায়নিকান্বীন্।।”^{১১}

যোগীরা মুক্তির জন্যে অভ্যাসবলে মনকে সংযত করে হৃদয়স্থ জ্যোতির্ময় শ্রীহরিকে ধ্যানে উপলব্ধি করেন –

“অভ্যাসনিগৃহীতেন মনসা হৃদয়াশ্রয়ম্।

জ্যোতির্ময়ং বিচিন্ত্তি যোগিনস্ত্বাং বিমুক্তয়ে।।”^{১২}

শ্রীহরি নিত্য জাগ্রত হয়েও যোগনিদ্রায় মগ্ন হন সেকথা এই সর্গে ধ্বনিত হয়েছে।

‘দন্ডকাপ্রত্যাগমন’ শীর্ষক ত্রয়োদশ সর্গে যোগাসনে উপবিষ্ট ঋষি এবং তাঁদের পাশে যোগমগ্ন ঋষিদের মতোই অচঞ্চল তরুণরাজির বর্ণনাটিও অসাধারণ –

“বীরাসনৈর্ধ্যানজুষ্যামৃষীগামমী সমধ্যাসিতবেদিমধ্যাঃ।

নিবাতনিষ্কম্পতয়া বিভান্তি যোগাধিরূঢ়া ইব শাখিনোহপি।।”^{১৩}

রঘুবংশ মহাকাব্যের ‘শ্রীরামের স্বর্গারোহণ’ শীর্ষক পঞ্চদশ সর্গে লক্ষণ যে একজন যোগবিদ ছিলেন তা জানা যায়–

“স গত্বা সরযুতীরং দেহত্যাগেন যোগবিৎ।

চকারাবিতথাং ভ্রাতুঃ প্রতিজ্ঞাং পূর্বজন্মনঃ।।”^{১৪}

যোগমার্গবিৎ লক্ষণ সরযুতীরে যোগবলে দেহত্যাগ করে অগ্নিজের প্রতিজ্ঞাপূরণ করেছিলেন।

মহাকবি কালিদাস বিরচিত অপর একটি মহাকাব্য ‘কুমারসম্ভবম্’। শিবপুরাণের কাহিনী অবলম্বনে সপ্তদশ সর্গে রচিত এই মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের ‘মদনভস্ম’ শীর্ষক তৃতীয় সর্গে মহাদেবের ধ্যানের পরিচয় রয়েছে। দেবদারু তরুণ বেদীর উপরে ব্যাঘ্রচর্মে আসীন সংযমী মহাদেব –

“পর্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্বকায়ম্ভ্রায়তং সন্নিমিতোভয়াংসম্।

উত্তান-পাণিদ্বয়-সন্নিবেশাৎ প্রফুল্ল রাজীবমিবাক্ষ মধ্যে।।”^{১৫}

অর্থাৎ মহাদেব বীরাসনে উপবিষ্ট, তাঁর দেহের উত্তরভাগ নিশ্চল, সরল, আয়ত এবং উন্নত তাঁর স্কন্ধদ্বয়, হস্তদ্বয় ক্রোড়ে উর্ধ্বমুখী থাকায় মনে হচ্ছে যেন সেখানে একটি শতদল প্রস্ফুটিত হয়েছে। মহাদেব ধ্যানরত অবস্থায় দেহস্থ বায়ুসমূহকে

নিরুদ্ধ করে রেখেছিলেন দেখে মনে হচ্ছিল যেন বৃষ্টিহীন মেঘ কিংবা তরঙ্গহীন সমুদ্র কিংবা বায়ুহীন স্থানে নিরুদ্ভূত প্রদীপ। মহাদেব যোগবলে নিজের মনকে নবদ্বার (অর্থাৎ দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, নাসিকার দুই রন্ধ্র, মুখ, পায়ু এবং উপস্থ) থেকে নিবৃত্ত করে রেখেছিলেন। সমাধির মাধ্যমে বশযোগ্য সেই মনকে হৃদয়ে বিশেষভাবে স্থাপন করে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ যাকে অবিনাশী ও সনাতন বলে জানেন সেই পরমাত্মাকে নিজের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সঠিক নিয়মপালন করে সর্বদা যোগাভ্যাস করা উচিত। এর পরিচয় আমরা মহাদেবের ধ্যানে দেখতে পাই। উমা তাঁর ভাবী পতির দ্বারদেশে যখন উপস্থিত হলেন সে সময় শম্ভু ও হৃদয়ের মধ্যে পরমাত্মাসংজ্ঞক শ্রেষ্ঠ জ্যোতি দর্শন করে ধ্যান থেকে বিরত হলেন। ধ্যানবিরত মহেশ্বর প্রাণায়াম দ্বারা যে বায়ু ধারণ করেছিলেন তা ধীরে ধীরে ত্যাগ করে বীরাসন শিথিল করে দিলেন। যত্রতত্র ধ্যান করা উচিত নয় উপযুক্ত স্থান প্রয়োজন। এই সর্গে আমরা ধ্যানগৃহর কথা জানতে পারি। হিমালয়কন্যা পার্বতী মহাদেবের জন্য উপস্থিত হলে নন্দী তাকে ধ্যানগৃহে নিয়ে যান। এভাবে অষ্ট যোগাঙ্গের অন্যতম একটি অঙ্গ ধ্যানের বহুলদৃষ্টান্ত এই সর্গে দেখতে পাওয়া যায়।

অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বিতীয় সোপান নিয়ম। শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান এগুলি নিয়মের লক্ষণ। এই তপঃ অর্থাৎ তপস্যার পরিচয় পাওয়া যায় ‘তপঃফলোদয়’ নামক পঞ্চম সর্গে যেখানে মহাদেবকে পতিরূপে পাওয়ার অভিলাষে হিমালয় কন্যা পার্বতী নিজেকে কঠোর তপস্যায় নিবৃত্ত রেখেছেন। চূড়ান্ত কৃচ্ছ্রসাধনের পরিচয় পাওয়া যায় এই সর্গের প্রতিক্রিাে। একস্থলে উল্লিখিত হয়েছে –

“মহার্হ-শয্যা-পরিবর্তন - চ্যুতৈঃ স্বকেশপুষ্পেরপি যা স্ম দ্যুতে।

অশেত সা বাহুলতোপধায়িনী নিষেদুয়ী স্থণ্ডিল এব কেবলে।।”^{১৬}

অর্থাৎ মহামূল্যশয্যায় একদিন যিনি শয়ন করতেন, কবরীচ্যুত পুষ্পের আঘাতেও যিনি বেদনা বোধ করতেন। আজ তিনি নিজ বাহুলতাকে মস্তকে রেখে যজ্ঞভূমিতে শয়ন করছেন কিংবা উপবিষ্ট থাকছেন। পার্বতীর এরূপ বহু কৃচ্ছ্রসাধনের নিদর্শন রয়েছে পঞ্চম সর্গে। কুমারসম্ভব মহাকাব্যে এভাবেই আমরা যোগচর্চার নিদর্শন পাই।

এইভাবেই মহাকবি কালিদাস বিরচিত ‘রঘুবংশম্’ ও ‘কুমারসম্ভবম্’ মহাকাব্যে যোগতত্ত্বের কথা অল্পবিস্তর ধ্বনিত হয়েছে।

মহাকবি কালিদাসের ‘বিক্রমোবশীযম্’ পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট নাটক। এই নাটক মর্ত্যের রাজা পুরুষোত্তমের সঙ্গে স্বর্গের অম্বরী উর্বশীর প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই নাটকের মঙ্গলাচরণশ্লোকে আমরা ভক্তিযোগের উল্লেখ পাই –

“বেদান্তেষু যমাহরেকপুরুষং ব্যাপ্য স্থিতং রোদসী

যম্নীশ্বর ইত্যন্যবিষয়ঃ শব্দো যথার্থাক্ষরঃ।

অন্তর্যশ্চ মুমুক্শুভিনির্মিতপ্রাণাদিভিমৃগ্যতে

স স্থানঃ স্থিরভক্তিযোগসুলভো নিঃশ্রেয়সায়ান্ত বঃ।।”^{১৭}

এই ভক্তিযোগে সন্তানোপসনাকে শ্রেষ্ঠ ও সুসাধ্য বলা হয়েছে। এই নাটকের চতুর্থাঙ্কে আমরা ধ্যানযোগের কথাও জানতে পারি।

“উর্বশীও পুরুষোত্তমের বিহার কালে উর্বশী জ্বীলোকের নিষিদ্ধ কুমারবনে প্রবেশকালে লতায় রূপান্তর হওয়ার ঘটনা চিত্রলেখা ধ্যানেই জানতে পেরেছেন।”^{১৮}

‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ মহাভারতের আদিপর্বের কাহিনী অবলম্বনে রচিত সপ্তাঙ্গ বিশিষ্ট নাটক। এটি কালিদাসের নাট্যসম্ভারের মধ্যে অন্যতম। এই নাটকের সপ্তমাঙ্কে দেবরাজ ইন্দ্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজর্ষি দুশ্শন্ত হেমকূট পর্বত শীর্ষে মহর্ষি মারীচের আশ্রমে ঋষি দম্পতিকে শ্রদ্ধা জানাবার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন। পূজনীয় ঋষিদের সেই তপোভূমিতে রাজা বিস্ময়ের সঙ্গে ঋষিদের তপশ্চর্যা লক্ষ্য করেন। কল্পবৃক্ষযুক্ত এই তপোবনে বাস করেও কেবলমাত্র তাঁরা বায়ুসেবন করে জীবনধারণ করেন। স্বর্ণপদ্মের পরাগে পিঙ্গলবর্ণ জলে তাঁরা ত্রিসন্ধ্যা ধর্মস্নান করে থাকেন। রত্নশিলায় উপবেশন করে তাঁরা ধ্যান করেন। সুরঙ্গনাদের সান্নিধ্যে থেকেও এরা সংযমী। অন্যান্য মুনিগণ তপস্যা করে যা লাভ করতে চান, এরা তাদের প্রতি অনাকৃষ্ট হয়েই তপশ্চর্যা করে থাকেন –

“প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরুচি তা সৎকল্পবৃক্ষে বনে

তোয়ে কাঞ্চন-পদ্ম-রেণু-কপিশে পূণ্যহভিষেকক্রিয়া।

ধ্যানং রত্ন-শিলা-গৃহেষু বিবুধ-স্ত্রী-সন্নিধৌ সংযমো

যদ্বাঞ্ছন্তি তপোভিরণ্য-মুনয়ন্তস্মিংশুপস্যন্ত্যমী।”^{১৯}

শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানজনিতকারণে রাজা নিজেকে অপরাধী বলে মনে করলে মারীচ জানান -

“অঙ্গরাতীর্থে অবতরণের পর শকুন্তলার দুর্ভাগ্যপ্রত্যক্ষ হলে মেনকা যখনই দাম্ভায়ণীর কাছে নিয়ে এল তখনই ধ্যানে জানতে পারলাম দুর্বাসার অভিশাপে দুর্ভাগিনী সহধর্মিণীকে তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ, অন্যথায় এরকম ঘটত না এবং অঙ্গুরীয়কদর্শন মাত্রই সেই অভিশাপের অবসান ঘটবে।”^{২০}

এভাবেই ধ্যানযোগের পরিচয় ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাটকে আমরা দেখতে পাই।

গীতিকাব্য হিসাবে ‘মেঘদূত’ অদ্বিতীয়, অতুলনীয় ও অনবদ্য। মন্দাক্রান্তা ছন্দে নিবদ্ধ মেঘদূত কাব্যের দুটি বিভাগ পূর্বমেঘ এবং উত্তরমেঘ। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে একখণ্ড মেঘকে দেখে রামগিরিতে নির্বাসিত যক্ষ অলকাপুরীতে বিরহিনী প্রিয়তমার কাছে বার্তাবহক হিসেবে প্রেরণ করে। বিরহ বেদনার তীব্রতায় চেতন-অচেতনের মধ্যে বিভেদ ভুলে যক্ষ মেঘকে যাত্রাপথের নির্দেশ দেয়। এই মেঘদূত কাব্যের উত্তরমেঘে আমরা ধ্যানযোগের পরিচয় পাই।

“বিরহবিধুরা যক্ষপ্রিয়া হয়তো ধ্যানের মাধ্যমে যক্ষকে কল্পনা করে তাঁর সঙ্গ উপভোগ করছে।”^{২১}

এভাবে কালিদাসের কাব্যে যোগচর্চার কথা অল্পবিস্তর ধ্বনিত হয়েছে। বিশেষত ধ্যানযোগের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

Reference:

১. স্বামী, নিগমানন্দ, *যোগীপুরু*, উত্তর চব্বিশ পরগণা : আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, ১৪২১, পৃ. ১৮
২. তদেব, পৃ. ৪০
৩. স্বামী, ভগ্নানন্দ (সম্পা.), *পাতঞ্জল যোগদর্শন*, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৪, পৃ. ৪
৪. দাস, মায়া, *ষড়দর্শনে পুরুষার্থ বিচার*, বোলপুর, শ্রীলক্ষ্মী প্রেস, ১৪১৩, পৃ. ৭৬
৫. স্বামী, ভগ্নানন্দ (সম্পা.), *পাতঞ্জল যোগদর্শন*, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৪, পৃ. ভূমিকা (ঝ)
৬. তদেব, পৃ. ১৪৪
৭. চাকী, জ্যোতিভূষণ, ভট্টাচার্য, তারাপদ, বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর ও ধর্মপাল, গৌরী (সম্পা.), *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার* (দশম খণ্ড), কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ২০১১, পৃ. ১৫৩
৮. তদেব, পৃ. ৩০২ (রঘুবংশম্, প্রথম সর্গ, শ্লোক - ৭৩)
৯. তদেব, পৃ. ৩২৯ (রঘুবংশম্, ষষ্ঠ সর্গ, শ্লোক - ৩৮)
১০. তদেব, পৃ. ৩৩৮ (রঘুবংশম্, অষ্টম সর্গ, শ্লোক - ২৪)
১১. তদেব, পৃ. ৩৫২ (রঘুবংশম্, দশম সর্গ, শ্লোক - ১৪)
১২. তদেব, পৃ. ৩৫২ (রঘুবংশম্, দশম সর্গ, শ্লোক - ২৩)
১৩. তদেব, পৃ. ৩৭৫ (রঘুবংশম্, ত্রয়োদশ সর্গ, শ্লোক - ৫২)
১৪. তদেব, পৃ. ৩৯১ (রঘুবংশম্, পঞ্চদশ সর্গ, শ্লোক - ৯৫)
১৫. সেন, মুরারীমোহন, চাকী, জ্যোতিভূষণ, ভট্টাচার্য, তারাপদ ও বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর (সম্পা.), *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার* (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ২০১৫। পৃ. ২৯১ (কুমারসম্ভবম্, তৃতীয় সর্গ, শ্লোক - ৪৫)
১৬. তদেব, পৃ. ২৯৭ (কুমারসম্ভবম্, পঞ্চম সর্গ, শ্লোক - ১২)
১৭. চাকী, জ্যোতিভূষণ, ভট্টাচার্য, তারাপদ, বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর ও ধর্মপাল, গৌরী (সম্পা.)। *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার* (দ্বাদশ খণ্ড), কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ২০১৪। পৃ. ১৯১ (বিক্রমোবশীষম্, প্রথম অঙ্ক, শ্লোক - ১)

১৮. তদেব, পৃ. ২১৮

১৯. তদেব, পৃ. ২০০ (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, সপ্তম অঙ্ক, শ্লোক - ১১)

২০. বসু, অনিলচন্দ্র (সম্পা.), অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৫, পৃ. ৫৯৫

২১. সেন, মুরারীমোহন, চাকী, জ্যোতিভূষণ, ভট্টাচার্য, তারাপদ, ও বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর (সম্পা.), সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ২৪

Bibliography:

ঘোষ, গোবিন্দচরণ, *ভারতীয় দর্শন*, কলকাতা : মিত্রম প্রকাশক, জুলাই ২০১২

চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *ভারতীয় দর্শন*, কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭

শ্রীমদ, হরিহরানন্দআর্য্য, পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৫

স্বামী, প্রেমানন্দ, *পাতঞ্জল যোগসূত্র*, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৪

স্বামী, ভগ্নানন্দ, পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, মে ২০০৪। আগস্ট ২০০১

সেন, মুরারীমোহন, চাকী, জ্যোতিভূষণ, ভট্টাচার্য, তারাপদ, বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর ও ধর্মপাল, গৌরী (সম্পা.)। *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার* (২য় খণ্ড), কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, জুন ২০১৬

সেন, মুরারীমোহন, চাকী, জ্যোতিভূষণ, ভট্টাচার্য, তারাপদ, বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর ও ধর্মপাল, গৌরী (সম্পা.)। *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার* (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, জুন ২০১১

সেন, মুরারীমোহন, চাকী, জ্যোতিভূষণ, ভট্টাচার্য, তারাপদ, বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর ও ধর্মপাল, গৌরী (সম্পা.), *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার* (চতুর্থ খণ্ড), কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, জুন ১৯৭৮

পাল, সুজিত, কবিরাজ, উদয়শঙ্কর ও পণ্ডিত, অভিজিত, যোগশিক্ষা আত্মউপলব্ধি ও বিকাশ - কলকাতা: আহেলী পাবলিশার্স।

চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ (সম্পা.), মেঘদূত ও সৌদামিনী, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৫

চক্রবর্তী, ধ্যানেশনারায়ণ (সম্পা.), মহাকবি কালিদাসের সমগ্র রচনাবলী, কলকাতা : বুক হাউস, ১৯৭৭

চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮

চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *ভারতীয় দর্শন*, কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭

চ্যাটার্জী, ইন্দিরা (সম্পা.), কুমারসম্ভব, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৪

দত্ত, প্রণবকুমার (সম্পা.), *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*, কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, আগস্ট ২০১০

দাস, দেবকুমার, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা : শ্রীবলরাম প্রকাশনী, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার (সম্পা.), রঘুবংশম্, কলকাতা : সদেশ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৫

বসু, অনিলচন্দ্র (সম্পা.), অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৫

বাগচী, দীপককুমার, *ভারতীয়দর্শন*, কলকাতা : প্রগতিশীল প্রকাশক, সেপ্টেম্বর ২০১৫

ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ, মেঘদূত পরিচয়, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ।

মুখোপাধ্যায়, গোপেন্দ্র, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ।

শ্রীমদ, হরিহরানন্দআর্য্য, পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৫

স্বামী, প্রেমানন্দ, *পাতঞ্জল যোগসূত্র*, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৪